যায়যায়দিন

তারিখ .. JUN. 26 2006
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

মূল কারণ নানা সামাজিক অসঙ্গতি

এইচএসসিতে ঝরে পড়াদের হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে

আমিন রানা ও সুদীপ্ত সুজয় চট্টগ্রাম অফিস

দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পাসের হার বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়লেও এইচএসসিতে ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমেনি। প্রতি বছরই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ড্রপ আউট বা ঝরে পড়াদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে।

এ বছর যারা এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে তাদের মধ্যে ২০০৪ সালে এসএসসি পাস করাদের একটি বড় অংশই [illegible] ছিল। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ হার প্রায় ৩২ শতাংশ। ২০০৪ সালে এসএসসি পাস করা ৩ লাখ ৬৩ হাজার ২৭০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২ লাখ ৪০ হাজারের কাছাকাছি। বাকিদের বেশির ভাগই পরবর্তী শিক্ষাজীবনে পা রাখেনি। তবে এদের ছোট একটা অংশ কর্মমুখী শিক্ষার জন্য বিভিন্ন টেকনিকাল কলেজে ভর্তি হয়েছে। এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৪ লাখ ১৮ হাজার ৮৬৯ জন। যাদের মধ্যে বিগত বছরে ফেল করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৬৯

পৃঃ ১৯ কঃ ১

এইচএসসিতে ঝরে পড়াদের হার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হাজার ৫৩৯ জন।

ব্যানবেইস (বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো)-এর সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৩ সালে এইচএসসিতে ড্রপ আউটের হার ৪৬.৭ শতাংশ। সে বছর কলেজে ভর্তি হয়েছিল ২ লাখ ৮০ হাজার ৩০৮ জন। কিন্তু পরীক্ষা শেষ করার আগেই শিক্ষাজীবন শেষ করেছে ১ লাখ ৩০ হাজার ৯০৩ জন। যা আগের বছরের চেয়ে দশমিক ৯ শতাংশ বেশি। আর গত ক'বছরে কলেজ ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়লেও প্রতি বছরই ঝরে পড়াদের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। ১৯৯৯ সালের পর থেকে ২০০৩ পর্যন্ত পাঁচ বছরে এ হার বেড়েছে ৬ দশমিক ৯ শতাংশ। ১৯৯৯ সালে ড্রপ আউটের হার ছিল ৩৯.৮ শতাংশ। এ সময়গুলোতে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার বেড়েছে ৫.৯ শতাংশ। তবে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার কিছুটা কমেছে।

অবশ্য ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা শুরু হয় অনেক আগে থেকেই। মাধ্যমিক পর্যায়ে এ হার অনেক বেশি। ২০০৩ সালে নবম শ্রেণীতে ঝরে পড়ার হার ছিল ২৭.৩৬ শতাংশ। দশম শ্রেণীতে এক লাফে তা বেড়ে দ্বিগুণের বেশি হয়ে গেছে (৫৫.১৯ শতাংশ)। তবে মেয়েদের ড্রপ আউটের হার নবম শ্রেণী পর্যন্ত কম। কিন্তু দশম শ্রেণীতে এসে মেয়েদের পড়াশোনা শেষ করার প্রবণতা বেড়ে যায় হঠাৎ করে। অংকের হিসাবে তা দ্বিগুণেরও বেশি। ২০০৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ হার ছিল ২৭.০৬ শতাংশ। দশম শ্রেণীতে তা বেড়ে ৫৮.৬৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এসএসসি পাসের পর ছাত্রছাত্রীদের একটা বড় অংশ কলেজগুলোতে ভর্তি হয়। এদের একাংশ দেশের কারিগরি ইন্সটিটিউটগুলোতে বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে (যেমন এইচএসসি ভকেশনাল, ডিপ্লোমা ইন কমার্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফরেস্ট্রি, প্রিন্টিং, টেকনিকাল এডুকেশন, সার্ভে, গ্রাফিক্স আর্টস, গ্লাস অ্যান্ড সিরামিকস) ভর্তি হয়। তবে সব ইন্সটিটিউট মিলিয়ে আসন সংখ্যা ৫০ হাজারের কম।

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এক দশক আগে ১৯৯৫-৯৬ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ৪ লাখ ৬৪ হাজার, পাসের হার ৪২.৪ শতাংশ। যা এক দশক পর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ লাখ ৯৫ হাজার ১২৩, পাসের হার ৫৯.৪৭ শতাংশ। এ সময়ে দেশে কলেজের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। শুধু শহর নয় থানা কিংবা গ্রামেও ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাছেই এখন কলেজে পড়ার সুযোগ। তবে সে অনুপাতে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় শেষ করতে পারছে না। ১৯৯৫ সালে দেশে কলেজ ছিল ১ হাজার ২৭৪টি। আর ব্যানবেইসের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে ২৫১টি সরকারি কলেজসহ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের মোট কলেজ রয়েছে ২ হাজার ৭৯৪টি।

সারা দেশের সব এলাকায় শিক্ষার সঠিক পরিবেশের অভাব, আর্থিক অনটন, পারিবারিক দুর্দশা, দারিদ্র্য, অভিভাবকদের অবহেলা, পড়ালেখার প্রতি অনীহা ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার মূল কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদরা।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক অনুপম সেন এইচএসসির পর এই ঝরে পড়াকে সমাজের আরো নানা অসঙ্গতিরই বহিঃপ্রকাশ রূপে চিহ্নিত করেছেন। 'দেশে সামাজিক নিরাপত্তা না থাকাতেই এমনটি ঘটছে। বাজেটে টাকার ফিগারটা বড় করলেই শিক্ষা ব্যবস্থা পাল্টাবে না। এজন্য গুণগত শিক্ষার দায়দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে'- তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তার মতে, শহরগুলোয় ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার সংখ্যা কম। গ্রাম থেকে উঠে আসা ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক অনটন এর পেছনে বড় কারণ হিসেবে কাজ করে। এ অবস্থা চলতে থাকলে শুধু শিক্ষা ব্যবস্থাতেই নয় সমাজেও একটা অসঙ্গতি বাড়বে। এজন্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তির মতো একটা দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্কিম ও লোনের ব্যবস্থা করলে এ হার কমতে পারে।